Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ

রোলঃ 216011144

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ
রোলঃ 216011144

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করণীয় ও বর্জনীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ, আইডিঃ 216011144 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ

আইডিঃ 216011144

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

শবে বরাত-এর সংজ্ঞা 7

শাবান মাসের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত 7

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফযীলত 9

শবে বরাতের আমল 11

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত 12

শবে কদর আর শবে বরাত এক নয় 13

শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয়? 14

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রোযা 15

এ রাতের আপত্তিকর কাজকর্ম যা বর্জনীয় 17

মকছুদোল মো'মেনীনে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের ভিত্তিহীন কাহিনী 18

শবে বরাত নিয়ে উলামায়ে সালাফদের উক্তি 21

উপসংহার 24

রেফারেন্স 25

ভূমিকা

শবে বরাত, যা ১৫ই শাবানের রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতে পালিত হয়, ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত। হাদীস শরীফে এ রাতকে 'লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান' বলা হয়েছে।

এই রাতের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত রয়েছে। সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হলো, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। তবে, সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদ্যাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে ইবাদত করা উচিত।

এ রাত নিয়ে কিছু ভুল ধারণার মধ্যে রয়েছে: এই রাতকে অন্যসব সাধারণ রাতের মত মনে করা,এ রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে তার সবগুলোকে 'মওযূ' বা 'যঈফ' মনে করা,এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করা।

বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোনোটিই উচিত নয়। যতটুকু ফযীলত প্রমাণিত এ রাতকে ততটুকুই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এ কেন্দ্রিক সকল মুনকার রসম-রেওয়াজ পরিহার করা উচিত।

তাই আমাদের এই গবেষণা পত্রটিতে "কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়" বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শবে বরাত-এর সংজ্ঞা

শবে বরাত, যা ১৫ই শাবানের রাত অর্থাৎ শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত 'শবে বরাত' নামে পরিচিত। শব্দগত উৎপত্তি: শব- ফারসি ভাষা থেকে, যার অর্থ রাত। বরাত- ফারসি ভাষা থেকে, যার অর্থ মুক্তি। বারাআত: আরবি ভাষা থেকে আগত, যার অর্থও মুক্তি। কোরআনে 'বারাআত' শব্দটি মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই শবে বরাত অর্থ হবে মুক্তির রাত। তবে হাদিস শরিফে 'শবে বরাত' নামকরণ না থাকলেও, 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' বা 'শাবান মাসের মধ্য রজনী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাবান মাসের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

শুরুতেই আমরা শাবান মাস নিয়ে কথা বলব । ইসলামী বর্ষপঞ্জীতে শাবান ও রমযান, এই দুটি মাস বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলত ধারণ করে। রমযানের মহিমা সম্পর্কে সকলেরই জ্ঞান থাকলেও, শাবান মাসের গুরুত্ব অনেকের কাছেই অজানা।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) শাবান মাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। নিয়মিত রোজা রাখার পাশাপাশি তিনি এই মাসে বিশেষ আমলও করতেন।

এই অংশে আমরা শাবান ও রমযান, এই দুটি পবিত্র মাসের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। পাশাপাশি করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলিও জানবো।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজান মাস ছাড়া সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন শাবান মাসে। আয়েশা রা. বলেন—
فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُه أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْ
هُ فِي شَعْبَانَ.
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে (রমযান ছাড়া) শাবান মাস অপেক্ষা অধিক রোযা রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬৯
আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে—

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَه شَعْبَانَ.

রোযা রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয় মাস ছিল শাবান মাস। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৫৫৪৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩১

এ হাদীসদুটি বলছে, রোযা রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাবান মাস সবচেয়ে পছন্দের ছিল, তাই তিনি রমযান মাস ছাড়া এ মাসেই সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। কিন্তু কেন তিনি শাবান মাসে এত বেশি রোযা রাখতেন?

এর উত্তর পাওয়া যায় উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে।

হজরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদিসে জানা যায় যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমজান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে এত বেশি রোজা রাখতেন না যতটা শাবান মাসে রাখতেন। এই হাদিসটি শাবান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন, আমি (একবার) বললাম—

وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.

আমি আপনাকে কোনো মাসেই এত রোযা রাখতে দেখিনি, শাবান মাসে আপনি যত রোযা রাখেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

শাবান হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হল এমন মাস, যে মাসে রব্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭৫৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৩৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৯৮৫৮

এই হাদিসের মাধ্যমে নবী (সাঃ) আমাদের শাবান মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন। কারণ এই মাসে বান্দার গোটা বছরের আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই এই মাসে আমাদের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। রমজানের আগে শাবান মাস আসে। এই মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে রমজানের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি।

সুতরাং যেভাবে রমযান মাসকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পবিত্র মাস হিসেবে আশহুরে হুরুম বা পবিত্র চার মাসকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তেমনি সারা বছরের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস হিসেবে শাবান মাসকেও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এই গুরুত্ব প্রদান করার উত্তম পন্থা হল, সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া। শাবান মাসের বেশিরভাগ দিনই রোযা রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই দিকনির্দেশনাই দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য যে, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৯) এটি হল প্রতিদিনের আমলনামা। অপর একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫) এটি হল সাপ্তাহিক আমলনামা। আর একবার পেশ করা হয় বাৎসরিকভাবে। সেটা হল শাবান মাসে। এখানে সেটার কথাই বলা হয়েছে। (দ্র. লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৪৪) উপরে উল্লিখিত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্লাহর সামনে আমলনামা উপস্থাপন করা হবে- এই বিষয়টি কে গুরুত্ব দেয় এবং শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। তাই শাবান মাসে অন্যান্য আমলের পাশাপাশি সামর্থ অনুযায়ী রোজা রাখার চেষ্টা করা উচিত। তবে শাবান মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখার জন্য অনুমোদন আছে। হাদিসে রমযানের এক-দুই দিন পূর্বে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯১৪)

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফযীলত

অর্ধ-শাবানের রাত হল শাবান মাসের একটি অন্যতম ফযীলত। অর্থাৎ চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাত। এ রাতের বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে একাধিক হাদিসে। একটি হাদীসে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন; অতঃপর তিনি তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন, কেবল শিরককারী ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত (এই দুই শ্রেণিকে ক্ষমা করেন না)। —সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩

قال البيهقي: وقد روينا هذا من أوجه، وفي ذلك دلالة على أن للحديث أصلا من حديث مكحول

এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম যাকীউদ্দীন মুনযিরী, যাইনুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ হাদীস বিশারদ ইমামগণ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মতামত দিয়েছেন। (দ্র. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১১৮; শরহুল মাওয়াহেব ৭/৪১২)

এই হাদীসের মূল কথা অনুযায়ী বলা যায় অর্ধ-শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। কেবল শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাই এই মাগফিরাত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয় না।

আল্লাহ পাক বিশেষ কিছু সময়কে বিশেষ বরকত ও রহমতের সময় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই সময়গুলোতে বান্দাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

এই বিশেষ সময়গুলোতে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের জন্য আমাদের করণীয় হলো সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকা। কারণ গুনাহ আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। নেক আমল আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত লাভের মাধ্যম। তাই এই বিশেষ সময়গুলোতে আমাদের নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। নামাজ, রোজা, দান-সদকা, যিকির, তাসবিহ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নেক আমল আল্লাহর নিকট আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। দুআ-ইস্তিগফার আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম। এই বিশেষ সময়গুলোতে আমাদের বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করা উচিত। আল্লাহ পাক দুআ-ইস্তিগফারকারীদের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হাদিসে মাগফিরাতের ঘোষণা থাকার কারণে বহু আগ থেকেই শবে বরাতকে "মুক্তির রজনী" হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি অশেষ রহমত ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাই এই রাতে গুনাহ মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস রয়েছে-

হযরত আলা ইবনুল হারিস রাহ. থেকে বর্ণিত, আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ

করলেন, আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা অথবা বলেছেন, হে হুমাইরা, তোমার কি এই আশঙ্কা যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, এটা কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন—

এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিনগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ক্ষমপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষপোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। —শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-৩৮৬

ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন—

هذا مرسل جيد.

শবে বরাতের আমল

উল্লিখিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে লাইলাতুল কদরের রাতে দীর্ঘ নফল নামাজ পড়া ও দীর্ঘ সময় সিজদা করা অত্যন্ত উত্তম। এই রাতে নফল নামাজের সাথে সাথে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীতেও বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত। করণীয় বিষয়াবলী হলো- নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব নফল নামাজ পড়া, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা, পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, আল্লাহর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে দু'আ করা, প্রয়োজনে কিছুক্ষণ ঘুমানো। তবে সারা রাতের ক্লান্তিতে ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়তে না পারার মত ঘুমানো যাবে না। কোন অবস্থাতেই ফরজ নামাজের ব্যাপারে কোনোরূপ গাফিলতি করা যাবে না। কারণ ফরজ ইবাদত সর্বদা নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নফল ও ফরজ ইবাদতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। সারা রাত ইবাদত করার জন্য শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ধরে রাখা।

একটি বিষয় খেয়ালা রাখা জরুরি, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বই-পুস্তকে এই রাতে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে, যেমন এত রাকাত হতে হবে, প্রতি রাকাতে

এই সূরা এতবার পড়তে হবে ইত্যাদি—এগুলো ঠিক নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে যেকোনো সূরা দিয়ে দুই রাকাত করে নফল নামায পড়বে। (দ্রষ্টব্য : আলআছারুল মারফূআ, আবদুল হাই লাখনোভী, পৃ. ৮০-৮৫)

এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব রাহ. বলেছেন, (মর্ম) 'মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সঙ্গে নফল নামায পড়বে। সওয়াব লাভের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যাণের মওসুম শেষ হওয়ার আগেই তার মূল্য দেওয়া কর্তব্য। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, বিদ্বেষ। এগুলো সবই কবীরা গুনাহ। আর বিদ্বেষ তো এতই গর্হিত বিষয় যে, এটা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যেকোনো মুসলমান সম্পর্কেই বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন সম্পর্কে অন্তরে বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গর্হিত অপরাধ। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হল, সর্বদা অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-পবিত্র রাখা। বিশেষত উম্মাহ্র পূর্বসূরি ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তর পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য, যাতে রহমত ও মাগফিরাতের সাধারণ সময়গুলোতে বঞ্চিত না হতে হয়।' —লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ২৬৫

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে সেটি হলো, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামায তো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যতটুকু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে জমায়েত হওয়ার কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফেও পাওয়া যায়নি আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এরকম কোনো রেওয়াজও ছিল না। (দ্র. ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ, পৃ. ২১৯)

তবে কোনো ডাকাডাকি ও ঘোষণা ছাড়া এমনিতেই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে ব্যস্ত থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির করবে না।

কোনো কোনো জায়গায় এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা এশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত শুরু হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা পড়তে থাকে। তার উপর এ সবকিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয় উচ্চস্বরে।

মনে রাখতে হবে, এ সবকিছুই ভুল রেওয়াজ। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা সঠিক নয়। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রচিত্তে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশ্রামেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দান করুন।

শবে কদর আর শবে বরাত এক নয়

অনেকের ধারণা যে শবে বরাত ও শবে কদরের ফযিলত সমান, তা ভুল।উভয় রাতের ফযিলতের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শবে বরাতের ফযীলত আপন জায়গায় স্বীকৃত, তবে তার ফযীলত শবে কদরের মতো নয়। কুরআন-হাদীসে শবে কদরের যেসব ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, তা শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়নি। বিশেষত শবে কদরের রাতে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার মতো বরকতময় ঘটনা অন্য কোনো রাতে ঘটেনি। এই রাতে একজন ব্যক্তির ইবাদত এক হাজার মাসের নফল ইবাদতের সমান।ন শবে বরাত ও শবে কদর উভয়ই মহান রাত। তবে শবে কদরের ফযিলত শবে বরাতের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের উচিত উভয় রাতই যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে পালন করা। আবার অনেকে মনে করেন কুরআন মজীদের সূরা দুখানে ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ বলে শবে বরাত উদ্দেশ্য। এ ধরাণাও সঠিক নয়। ‘লাইলাতুম মুবারাকাহ’ বলে শবে কদর উদ্দেশ্য, সূরা কদরে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাই ভিন্ন কোনো ধারণা পোষণ করার সুযোগ নেই। (দ্রষ্টব্য : লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৬৮; মাকালাতুল কাওছারী, পৃ. ৪৯-৫০

শবে বরাতে কি ভাগ্য লেখা হয়?

অনেকে বিশ্বাস করেন, ফজিলতপূর্ণ এ রাতে সৃষ্টিকুলের ভাগ্য লেখা হয়। এক্ষেত্রে তারা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হা-মিম! শপথ! উজ্জ্বল কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি ছিলাম সতর্ককারী। যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। এ নির্দেশ আমার তরফ থেকে, নিশ্চয়ই আমিই দূত পাঠিয়ে থাকি।' (সুরা দুখান, আয়াত: ১-৫)। আয়াতে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত'কে ইকরিমা (রহ.)-সহ কয়েকজন তাফসিরবিদ 'শবে বরাত' দাবি করেছেন। তবে পবিত্র কোরআনের অন্য দুটি আয়াতের দিকে নজর দিলে খুব সহজেই স্পষ্ট হয় যে–এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারা শবে বরাত নয়; বরং শবে কদরকে বোঝানো হয়েছে।

কারণ, আমরা জানি–পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'রমজান মাস! যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে মানবের দিশারিরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এটি (কোরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে।' (সুরা আল কদর, আয়াত : ১)

শেষোক্ত দুই আয়াতের প্রথমটিতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন রমজান মাসে নাজিল হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে লাইলাতুল কদরে। প্রথম আয়াত যে মাসটির (রমজান) কথা উল্লেখ করেছে ওই মাসেরই একটি রাত হলো লাইলাতুল কদর তথা শবে কদর। এই দুই আয়াত স্পষ্ট করছে যে সুরা দুখানে উল্লেখিত 'বরকতময় রাত' দ্বারাও শবে কদরকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। কেননা, কোরআন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে, শবে কদরে। এখানে 'বরকতময় রাত' দ্বারাও সেটিই বলা হয়েছে। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সৃষ্টির ভাগ্য লেখা হয় শবে কদরে; শবে বরাতে নয়।

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রোযা

শবে বরাতের পরের দিন শাবান মাসের ১৫ তারিখ। এ দিন অনেকে রোযা রেখে থাকেন। এ সম্পর্কে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন। প্রতি চান্দ্র মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, সাহাবীগণকেও মাসে তিন দিন রোযা রাখতে বলতেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬০; ৭৬৩)

সে হিসেবে মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নাত। এই তিন দিন মাসের শুরুতেও হতে পারে, মাঝেও হতে পারে, আবার শেষেও হতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু হাদীসে স্পষ্ট আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বিশেষভাবে মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ (যাকে আইয়ামে বীয বলা হয়) রোযা রাখতে বলেছেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯; ফাতহুল বারী, ১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. বলেছেন, যে তিন দিনের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, সেই তিন দিন রোযা রাখাই সর্বোত্তম। (দ্র. ফাতহুল বারী, ১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

সে হিসেবে প্রতি মাসের আইয়ামে বীযে রোযা রাখা সুন্নত। শাবান মাসও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই শাবান মাসের আইয়ামে বীযে (১৩, ১৪, ১৫) রোযা রাখাও সুন্নত। ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ১৫ তারিখ রোযা রাখাও সুন্নত।

বাকি থাকল একটি বর্ণনায় বিশেষভাবে ও পৃথকভাবে ১৫ শাবান রোযা রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সুনানে ইবনে মাজাহ, বর্ণনা ১৩৮৪) কিন্তু বর্ণনাটি শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল। শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল হওয়ার কারণে কেবল এই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ১৫ শাবানের রোযাকে পৃথকভাবে সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব মনে করা সঠিক নয় বলে মতামত দিয়েছেন মুহাক্কিক আলেমগণ।

তবে, যেমনটি পূর্বে বলা হল, ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত—এ হিসেবে এই দিনের রোযাকে (১৩ ও ১৪ তারিখের রোযাসহ) নিঃসন্দেহে সুন্নত মনে করা যাবে।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় শাবান মাসের ১৫ তারিখে রোযা রাখা যাবে। পূর্বের দুই দিন তথা ১৩ ও ১৪ তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে তিন দিন রোযা রাখা যেমন যাবে, তেমনি পৃথকভাবে কেবল ১৫ তারিখও রোযা রাখা যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিন দিন রাখাই উত্তম।

এমনিভাবে ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের একটি দিন হিসেবে ১৫ তারিখের রোযাকে সুন্নতও মনে করা যাবে। কিন্তু পৃথকভাবে শাবান মাসের ১৫ তারিখ বিশেষ একটি দিন, সে হিসেবে পৃথকভাবে এ দিনে রোযা রাখা সুন্নত—এমন ধারণা রাখা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে, শবে বরাত-পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনেরো তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসূলের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, 'শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ'। সনদ ও বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতেই অনুচিত। তবে হাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, 'রমযানের দু-একদিন পূর্বে রোযা রেখো না।' যাতে রমযানের জন্য পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, শাবানের এই ১৫ তারিখ তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে সওয়াব পাবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও ইয়াওমে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে

কেউই উল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যেকোনো দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে, ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, রোযা রাখার ব্যাপারে এ মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিনের পৃথক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।' —ইসলাহী খুতুবাত ৪/২৬৭-২৬৮

এ রাতের আপত্তিকর কাজকর্ম যা বর্জনীয়

অতি উৎসাহী যেকোনো কর্মকাণ্ড আমাদেরকে এরাতের রহমত ও মাগফিরাতের মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে। আর কিছু আমলের ব্যাপারে আমরা খুব যত্নবান হলেও তা খুবই অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়। এ রাতে বেশ কিছু আপত্তিকর কাজকর্ম দেখা যায় আমাদের সমাজে। যেমন, মসজিদ, ঘর-বাড়ি বা দোকানপাটে আলোকসজ্জা করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি, কবরস্থান ও মাযারে ভিড় করা, কবরস্থান ও মাযারে আলোকসজ্জা করা, মহিলাদের বিনাপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া, বিশেষত বেপর্দা হয়ে দোকানপাট, মাযার ইত্যাদিতে ভিড় করা, তরুণ ও যুবক ছেলেদের সারারাত শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো, হৈ-হুল্লোড় করা—এসব কিছুই আপত্তিকর কাজ।

শবে বরাতে কৃত কিছু কাজ তো অন্য সময়েও হারাম। আর কিছু কাজ আছে, যা অন্য সময় করা জায়েয, কিন্তু শবে বরাতে সেগুলোর পেছনে পড়ে শবে বরাতের আমল থেকে বঞ্চিত হওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। যেমন খিচুড়ি বা হালুয়া-রুটি রান্না করে নিজেরা খাওয়া বা গরিবদের খাওয়ানো। সাধারণ সময়ে এগুলো করা জায়েয। কিন্তু শবে বরাতে এগুলোর পেছনে পড়ে শবে বরাতের মূল কাজ তওবা-ইস্তেগফার, নফল ইবাদত প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত থাকা একেবারেই ঠিক নয়। বস্তুত এগুলোও শয়তানের এক প্রকারের ধোঁকা, মানুষকে মূল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তান এসব কাজকর্মে মানুষকে ব্যস্ত করে দেয়।

হালুয়া-রুটি বিতরণ, আতশবাজি ও পটকাবাজির সাথে ইবাদতের কী সম্পর্ক? মৃতদের রূহ এ রাতে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি বেড়াতে আসে এ ধরনের অমূলক ধারণা পোষণ করা, বিশেষভাবে এই দিনে ঘর-বাড়িতে আলোকসজ্জা করা, মাজারে মাজারে মোমবাতি দিতে হুড়মুড় করার ফযীলতই বা কী? মসজিদে মসজিদে ওয়াজ মাহ্ফিলের ব্যবস্থা করে সম্মিলিত বা একাকী নামাযের জন্য আহ্বান করা, তথাকথিত বানোয়াট বিশেষ পদ্ধতির শবে বরাতের নামায তো একেবারেই পরিত্যাজ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন রসম-রেওয়াজ প্রচলিত। এরাত উপলক্ষে পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায়

রাস্তায় পাউরুটি বা কেক দিয়ে তৈরি বিশাল বিশাল কৃত্রিম মাছ ও কুমিরসহ বিভিন্ন প্রজাতির জীব-জানোয়ারের পসরা দিয়ে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দোকানের সমাহার। প্রত্যেক দোকানের সামনে লেগে থাকে ক্রেতাদের ভিড়। আবার সারা রাত রিক্সা ও ঠেলাগাড়িতে চড়ে তরুণ বয়সের পাঁচ-দশ জন মিলে নিজেরা ড্রাইভিং করে শহরময় অলিতে-গলিতে ঘুরে আনন্দ উল্লাসের দৃশ্যটাও ঢাকায় দেখা যায়। সবচেয়ে মারাত্মক যে বিশ্বাসটি এখনও অনেক মানুষ পোষণ করে থাকেন তা হল, এই রাতকে শবে কদরের চেয়েও বেশি মহিমান্বিত মনে করা এবং শবে কদরের ফযীলতগুলোকে এই রাতের সাথে সংযুক্ত মনে করা। আবার সেই আমরাই রমযানের শেষ দশকে হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ রাতের তালাশ না করে ঈদ-বাজার নামক ক্রমবর্ধমান বেপর্দেগীর সংস্কৃতিতে ডুবে থাকি। এ অজ্ঞতা বড়ই অন্যায় এবং শরীয়ত নির্ধারিত সীমার চরম লঙ্ঘন। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. বলেন, এই রাতের নিকৃষ্ট বেদআতসমূহের মাঝে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত—ঘর-বাড়ি, দোকানপাট আলোকসজ্জা করা, হৈ চৈ ও আতশবাজির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এগুলোর স্বপক্ষে কোনো জাল রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় না। সম্ভবত হিন্দুদের 'দেওয়ালী' প্রথা থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে। —মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৫৩-৩৬৩

মকছুদোল মো'মেনীনে ঈসা আ. ও বুযুর্গ বৃদ্ধের ভিত্তিহীন কাহিনী

শবে বরাত বিষয়ক বিভিন্ন জাল বর্ণনা ও কিচ্ছা-কাহিনী সমাজে ছড়ি আছে। সেগুলোর একটি হল-

একদিন নাকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেউ আছে কি? উত্তরে আল্লাহ বললেন, অবশ্যই; তুমি একটু সামনে অগ্রসর হও। ঈসা আলাইহিস সালাম চলতে লাগলেন। একটু পর প্রকা-এক গোলাকার পাথর দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। গায়েব থেকে আওয়াজ এল- হে ঈসা! তোমার হাতের আছা দ্বারা তাতে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। পাথরখ-টি দুই ভাগ হয়ে গেল। ঈসা আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন, তার মধ্যে তাসবীহ হাতে এক যঈফ বৃদ্ধলোক ইবাদাতে মগ্ন; তার সামনে একটি আনার পড়ে আছে।

ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে এবং কতদিন থেকে এখানে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল আছেন? বৃদ্ধ বললেন, আমি এ এলাকারই একজন মানুষ। আমার মায়ের দুআয় আল্লাহ আমাকে এই বুযুর্গি দান করেছেন। ৪০০ বছর থেকে এই পাথরের মধ্যে বসে আমি আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন আছি। আমার আহারের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন জান্নাত থেকে একটি ফল পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সিজদায় পড়ে গেলেন; কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপরাধী। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই ব্যক্তি আমার চেয়েও বুযুর্গ ও সম্মানী। তখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! জেনে রাখো- শেষ যামানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনের তারিখে রাত জেগে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশি বুযুর্গ ও প্রিয় হতে পারবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে নবী না বানিয়ে আখেরী যামানার নবীর উম্মত বানাতে তাহলে কতই না সৌভাগ্য হত আমার! তখন এক রাতে এত সওয়াব কামাই করতে পারতাম!

এ কিসসাটি কাজী মো: গোলাম রহমান কর্তৃক লিখিত 'মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশতের কুঞ্জি' নামক বইয়ের ২৩৮-২৩৯ নং পৃষ্ঠায় কালয়ূবী কিতাবের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা কথা, কালয়ূবী না হাদীসের কিতাব আর না সীরাত ও তারীখের কিতাব। এটি আরবী সাহিত্যের সাধারণ একটি পাঠ্যভুক্ত কিতাব। এতে উল্লেখিত ঘটনাসমূহে শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল না বিলকুল।

যাইহোক, একে তো ঘটনাটি ভিত্তিহীন; কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা পাওয়া যায় না; তথাপি উক্ত মকছুদোল মো'মেনীনে ঘটনাটিকে উদ্ধৃত কালয়ূবী কিতাবে বর্ণিত কিসসা থেকেও বাড়িয়ে আরো রং চং মাখিয়ে পেশ করা হয়েছে, যার দ্বারা এ বানোয়াট ঘটনাটির কদর্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, লেখা হয়েছে-

'একদিন হযরত ঈসা আ. জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে খোদা তাআলা! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযুর্গ আর কেহ আছে কি?...'

উদ্ধৃত কিতাবে এ অংশ নেই। একজন নবীর সাথে এরকম কথা যুক্ত করা কত বড় বেয়াদবী।

আরো লেখা হয়েছে-

‘গায়েব হইতে আওয়ায হইল, হে ঈছা! তুমি তোমার হাতের আশা’ দ্বারা ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর। তিনি তাহাই করিলেন। আঘাত পাওয়া মাত্র পাথরখানি ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল।’

এ অংশও নিজ থেকে যুক্ত করা। আছা তথা লাঠির সম্পর্ক মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাজে; যুক্তকারী এটাও খেয়াল করলেন না। ঘটনার চমক বাড়ানোর জন্য ঈসা আ.-এর সাথেই ‘আছা’ যুক্ত করে দিলেন!

তারপর উদ্ধৃত কিতাবে শুধু রাতের নামাযের কথা ছিল; লেখক নিজ থেকে নিজের মত করে দিনের রোযার কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন।

সবশেষে আরো মুনকার কথা যুক্ত করলেন-

(ফযীলত শুনে) ‘ঈছা আ. কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া আখেরী যামানার নবীর উম্মত করিতে...।’

‘হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে নবী না করিয়া’- একজন নবী কি একথা বলতে পারেন? তাছাড়া শ্রোতাদের উপর ঘটনাটির সুপ্ত প্রতিক্রিয়া এই পড়তে পারে যে, শবেবরাতের আমলের মাধ্যমে কারো মর্যাদা -নাউযুবিল্লাহ- নবীর চেয়েও বেড়ে যেতে পারে!

মোদ্দাকথা, কিসসাটি ভিত্তিহীন। সাথে সাথে এটাও জেনে রাখা দরকার, মকছুদোল মো’মেনীন জাতীয় কিতাবে এরকম ভিত্তিহীন অনেক বিষয় থাকার পাশাপাশি জাল বর্ণনার সাথে বুখারী, তিরমিযী ইত্যাদি মিথ্যা উদ্ধৃতিও লিখে দেওয়া হয়; শবে বরাত বিষয়ক ভিত্তিহীন বর্ণনার আলোচনা করতে গিয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৬ সনে প্রচলিত ভুল বিভাগেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সঠিকটা জেনে আমল করার তাওফীক দিন এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে রক্ষা করুন। সাথে সাথে ইলমী আমানত রক্ষা করার তাওফীক দিন।

শবে বরাত নিয়ে উলামায়ে সালাফদের উক্তি

এই উক্তিগুলি কেবলমাত্র সারসংক্ষেপ এবং মূল উক্তিগুলির ভাবানুবাদ সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হচ্ছে। নিম্নে উল্লেখিত বরেণ্য আকাবিরের উক্তিগুলি হুবহু উক্তি উদ্ধৃত কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ৭২৮ হি.)

শায়েখ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'পনেরো শাবানের রাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক 'মারফূ' হাদীস ও 'আসারে সাহাবা' বর্ণিত রয়েছে। এগুলো দ্বারা ওই রাতের ফযীলত ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এ রাতের নফল নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতেন। আর শাবানের রোযার ব্যাপারে তো সহীহ হাদীসসমূহই রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম যদিও এই রাতের ফযীলত অস্বীকার করেন; কিন্তু হাম্বলী ও গায়রে হাম্বলী অধিকাংশ আলেমই এই রাতের ফযীলতের কথা স্বীকার করে থাকেন। ইমাম আহমাদ রাহ.-এর মতও তাই। কেননা এর ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলোর সমর্থনে সালাফ (সাহাবী ও তাবেয়ী)-এর 'আসার'ও বিদ্যমান আছে; যেগুলো 'সুনান' ও 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলিত হাদীসের কিতাবে [বরং কতক 'সহীহ' শিরোনামের কিতাবেও যেমন সহীহ ইবনে খুযাইমা (কিতাবুত তাওহীদ) সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতিতে] রয়েছে।

অবশ্য শুধু পনেরো তারিখের দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া মাকরূহ। (ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর মত এটিই। তাঁর মতে পনেরো তারিখের সাথে দু-একদিন মিলিয়ে নেওয়া উত্তম।) আর এই দিন বা রাতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সাজ-সজ্জার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিদআত ও ভিত্তিহীন। তেমনি এই রাতে 'সালাতে আলফিয়া' নামের মনগড়া নামাযের জন্যে সমবেত হওয়াও বিদআত।' -ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৬৩১-৬৩২

ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর যুগে 'সালাতে আলফিয়া'-এর রেওয়াজ ছিল। লোকেরা একটি জাল রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করত যে, শবে বরাতে প্রতি রাকাতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পড়ে ১০০ রাকাত নফল নামায পড়া উচিত।

উক্ত রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণই জাল। (আললাআলিল মাসনূআ, ইমাম সুয়ূতী ২/৫৮-৬০; আলফাওয়াইদুল মাজমূআ, ইমাম শাওকানী ১/৭৬) আমার জানা মতে আজ কোথাও এর রেওয়াজ নেই। তবে এর স্থলে ‘মকসূদুল মুমিনীন’-এর বাতানো পদ্ধতির মনগড়া একটি নামায কতিপয় লোকের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে, ‘মকসূদুল মুমিনীন’-এর ওই বিশেষ পদ্ধতির নামায ও এর রেওয়ায়াতসমূহ সবই ভিত্তিহীন। (দেখুন, চলতি সংখ্যার প্রচলিত ভুল বিভাগ) এসব পরিহার করে এই রাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ নফল নামাযের মত নফল নামায পড়া উচিত। হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই রাতের নফল হবে লম্বা, সেজদা হবে দীর্ঘ দীর্ঘ। দু রাকাত করে যত ইচ্ছা পড়া যাবে; রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট নেই; কোনো নির্দিষ্ট সূরার সীমাবদ্ধতাও নেই। -আলআসারুল মারফূআ, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী ৮০-৮৫; মারাকিল ফালাহ শরহে নূরুল ইযাহ ২১৯

২. ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব দামেস্কী (৭৯৫ হি.)

ইমাম ইবনে রজব রাহ. তাঁর ‘লাতায়িফুল মাআরিফ ফীমা লিমাওয়াসিমিল ‘আমি মিনাল ওয়াযায়েফ’- এ শবে বরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে-

“শাবান মাসের পনেরো তারিখে রোযা নিষেধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা ওই দিন তো ‘আইয়ামে বীজ’ (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রতি মাসেই আইয়ামে বীজ-এ রোযা রাখা মুস্তাহাব। তাছাড়া ১৫ শাবানের রোযা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র হাদীসও রয়েছে; যদিও এর ‘সনদ’ দুর্বল। সুনানে ইবনে মাজাহ-এ হযরত আলী রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত, “যখন ১৫ শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে নামায পড় এবং সামনের দিনে রোযা রাখ...।”

এরপর শবে বরাতের ফযীলত সর্ম্পকে একাধিক হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি লেখেন- “সঠিক কথা হচ্ছে এই রাতের ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত। এ রাতে নফল নামাযের জন্য মসজিদে ভিড় করা বা মাহফিল করা মাকরূহ।”

তিনি আরো বলেন, “একজন মুমিন বান্দার উচিত, এ রাতে যিকির ও দুআর জন্য পুরোপুরি অবসর হওয়া। প্রথমে খাঁটি মনে তওবা করবে; এরপর মাগফেরাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে;

আপদ-বিপদ দূর হওয়ার জন্য দুআ করবে এবং নফল নামায পড়বে। সবসময় সেসব গুনাহ থেকে বিরত থাকবে যেগুলো ওই রাতের বিশেষ ফযীলত (ব্যাপক ক্ষমা) থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। যেমন শিরক, হত্যা, যিনা, হিংসা ইত্যাদি।”

তিনি আরো বলেন, “(ওই রাতের ফযীলত স্বীকৃত তবে) একথা সঠিক নয় যে, সূরা দুখান-এর আয়াতে যে 'লায়লাতুম মুবারকা'-এর উল্লেখ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই শবে বরাত। কেননা সঠিক এটাই যে, তা দ্বারা শবে কদর উদ্দেশ্য।” -লাতায়িফুল মাআরিফ ১৫১/১৫৭

৩. ইমাম ইবনুল হাজ্জ (আলমাদখাল গ্রন্থকার ৭৩৭হি.)

শায়েখ ইবনুল হাজ্জ রাহ. যাঁর গ্রন্থ 'আলমাদখাল' বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও বিদআত খ-নে এবং সুন্নত জিন্দা ও প্রচার প্রসারে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত, তিনি এই গ্রন্থের ১ম খ-এর শেষাংশে শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্তরের অত্যন্ত দরদ নিয়ে ওইসব বিদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সবিস্তারে সতর্ক করেছেন, যেগুলো মানুষ শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় এই রাতের ফযীলত লাভের বৈধ পদ্ধতি ছেড়ে অবলম্বন করেছে এবং এখনো করছে।

তিনি বলেন, “এ রাত যদিও শবে কদরের মত নয়; কিন্তু এর অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে। আমাদের পূর্বসূরি পুণ্যাত্মারা এই রাতের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং এর যথাযথ হক আদায় করতেন। কিন্তু আজ সাধারণ লোকেরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উল্টো করে ফেলেছে। তারা রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের পেছনে পড়ে (মনের অজান্তেই) এর খায়ের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

একে তো ওরা এ রাতে আলোকসজ্জার নিকৃষ্টতম রসম যা অগ্নিপূজকদের প্রতীক, তা আবিষ্কার করেছে; অপরদিকে মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে শোরগোল করে পবিত্র পরিবেশকে নষ্ট করেছে। তাছাড়া মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া, তা-ও আবার বেপর্দা অবস্থায়, পাশাপাশি পুরুষদেরও কবর যিয়ারতের নামে ওখানে ভিড় সৃষ্টি করা- এ সব কিছুই নব-আবিষ্কৃত বিদআত এবং নববী সুন্নত ও সলফে সালেহীনের পথ ও পদ্ধতির পরিপন্থী। -আলমাদখাল ১/২৯৯-৩১৩

৪. দেশের অন্যতম শীর্ষ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া। ইসলামের উচ্চতর পড়াশোনার এই প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষা সচিব ও উচ্চতর হাদিস বিভাগের প্রধান মুফতি আব্দুল মালেক (দা: বা:)। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ আলেম শবে বরাত সম্পর্কে চমৎকার অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শবে বরাত সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হলো– এ রাতের ফজিলত সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোনও রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনও পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে যত হাদিস এসেছে সবগুলোকে মওযু (বানোয়াট) বা জঈফ (দুর্বল) মনে করা যেমন ভুল, তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ মনে করাও একটি ভিত্তিহীন ধারণা। (আলকাউসার, সেপ্টেম্বর-২০০৫)।

শবে বরাত নিয়ে আমাদের আকাবিরদের অনেক উক্তি রয়েছে। এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়লে একদিকে যেমন এই রাতের ফযীলত, এ রাতে ব্যক্তিগত ইবাদত যথা নফল নামায, যিকির ও দুআ, তওবা ইস্তেগফার, দরূদ শরীফের অযিফা ও কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতির গুরুত্ব জানা যাবে; তেমনি এ রাতের সেসব রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার সম্পর্কেও জানা যাবে, যেগুলো মূলত লোকদের এই রাতের প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কল্যাণের তাওফীক দান করুন এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন- আমীন।

উপসংহার

শবে বরাত একটি অত্যন্ত বরকতময় রাত। এই রাতে আমাদের উচিত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা এবং তার কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা। শবে বরাতের রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা এবং ভালো কাজের সংকল্প করা আমাদের উচিত। শবে বরাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা কেবলমাত্র হাদিস ও ইসলামী বিদ্বানদের বইয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা উচিত। শবে বরাতের রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করা এবং ভালো কাজের সংকল্প করা আমাদের উচিত। শবে বরাতের রাতে

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয়। শবে বরাতে নফল নামাজ আদায় করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। এই রাতে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত। শবে বরাতে পাপের জন্য অনুশোচনা করা এবং আল্লাহর কাছে তওবা করা উচিত। এই রাতে দান-সদকা করা অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। শবে বরাতে জিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত। অন্যদিকে,শবে বরাতে কোন বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এই রাতে ঘুমিয়ে থাকা থেকে বিরত থাকা উচিত। শবে বরাতে পাপাচার করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই রাতে অলসতা ও গাফিলতিতে থাকা থেকে বিরত থাকা উচিত।

রেফারেন্স

১। https://www.amadershomoy.com/islam/article/46580/social-media-link

২। https://www.alkawsar.com/bn/article/1547/

৩। https://www.alkawsar.com/bn/article/3313/

৪। https://www.alkawsar.com/bn/article/2188/

৫। https://www.alkawsar.com/bn/article/3554/

৬। https://www.alkawsar.com/bn/article/2194/